# ঈশ্বরের পাড়া

অভিজিৎ চৌধুরী

পুনশ্চ

রবিন আর্ট চমৎকার লিখেছে,

ঈশ্বরের পাড়া। গ্রাম-মৌ-ভাঙা। জিলা হুগলি। কিন্তু এই জনপদের প্রাচীন অধিবাসীরা বলে, মৌ-ভাসা। পুব বাংলার উদ্বাস্তুরা নাম দিল 'মউ-ভাঙা'।

একটা লোহার গেট। তার ওপর অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ। পাশে দুটো পিলার ভর দিয়ে ধরে রেখেছে রবিন আর্টের লেখা 'ঈশ্বরের পাড়া' কে।

একজন মানুষ স-পার্ষদ বসে রয়েছেন। একটা মাটির বাড়ি। ওপরে খড়ের ছাউনি। উঠোনে গোবর লেপা রয়েছে। সেখানেই কয়েকটি বেতের চেয়ার।

বেলায় ওঠেন তিনি। আজ খুব ভোরে উঠেছেন। মানুষটিকে সকলে ডাকছে, 'সাহেব'। গায়ের রং সামান্য তামাটে। অকরুণ মুখ। সোনার জল করা ফ্রেমের চশটা।

অ্যাটর্নি দেবেন চৌধুরী বললেন,

স্যার এই হচ্ছে নব মিস্ত্রি।

সাহেব বললেন,

এর আগে বাড়ি করেছ!

নব গদগদ কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ স্যার।

আপাতত চার কি পাঁচ। তবে বাড়তেও পারে।

দেবেন চৌধুরী, অ্যাটর্নি বললেন,

কাজ কবে থেকে শুরু করবে।

Not Tomorrow, From Today.

নব মিস্ত্রি কিছু বলতে চাইছিল, ইশারায় চুপ করতে বললেন। সাহেব এবার অ্যাটর্নিকে বললেন,

দেবেন-কা ইঁদুরের উৎপাতে সারা রাত ঘুম হয়নি।

কোনক্রমে হাসি চাপলেন অ্যাটর্নি।

নব একটা বাড়ি প্রায় শেষ করে ফেলেছে। বাতাসদের বাড়ি। ওই যে মেয়েটার নাম শিউলি।

একটু গম্ভীর হলেন সাহেব।

আমি কি এরকম আগেও বলেছি।

বলেছিলেন। বক্স প্যাটার্ন। শুধু আপনারটা বাদ দিয়ে। নব মিস্ত্রি বলল।

দেবেন-কা, আমাদের দেশের বাড়িতে মাটির বাড়ির ছাদ খুব মজবুত ছিল। চমৎকার ঠান্ডাও থাকত।

অ্যাটর্নি বললেন, কখনও তিনি সাহেবকে নাম ধরেও ডাকেন।।

ধূর্জটি, কর্ণফুলির তীরের সেই মাটি তুমি কোথায় পাবে! মৌ-ভাঙার মাটিতে উই, ইঁদুর—দুটোই হয়।

নব মিস্ত্রি বলল,

স্যার, আপনার মাটির বাড়িটা ভাঙতে হয়।

সাহেব বললেন,

নো। এটা থাকবে। লাইব্রেরি করব। নাম দেব 'ছিন্নপত্র'।

এবার প্রফুল্লবাবু বললেন,

পদ্মা তো নেই। সাজাদপুরও নয়।

সাহেব তাঁর গ্রামের স্কুলের হেড মাস্টারকে বললেন,

স্যার, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির হৃদয়ে রয়েছেন।

সাহেব এবার বললেন নব-মিস্ত্রিকে,

এখানে একটা অ্যাম্পি-থিয়েটারও হবে।

নব-মিস্ত্রি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তখন সাহেব ডাকলেন,

তাপস, তাপস।

একজন সুদর্শন যুবক সামনে এসে দাঁড়াল।

ডাকছিলেন জেঠু!

অ্যাম্পি-থিয়েটার—এই বহেতদার বুঝতে পারছে না।

বহেতদার বলে ট্রলারের মালিকদের। চট্টগ্রাম এবং সন্দীপ বন্দরে অনেক বছর থেকেই যন্ত্র-চালিত ট্রলার চলে। সেই স্মৃতি থেকেই ধূর্জটিপ্রসাদ বহেতদারের ইচ্ছাকৃত অপ-প্রয়োগ ঘটালেন।

অ্যাটর্নি এবার বললেন,

জমি তো নেই স্যার।

মৌ-ভাঙাতে আর কোনও বড়ো জমি নেই।

দেবেন চৌধুরী সজোরে মাথা নাড়লেন।

সাহেব বললেন,

তাপস, থিয়েটার ছাড়া আমি বাঁচব না।

তাপস তখন বলল,

'মুক্তধারা' মঞ্চ হবে জেঠু। চারপাশটা খোলা। শুধু পিছনে প্লাইয়ের ওপরে আঁকা ছবি। গ্রামের পথ, বাউল, একটা কুঁড়ে ঘর, নদী এবং বেড়াল।

ইউরেকা, মাই বয়। 'মুক্তধারা'। তাপস—নব কিছু বুঝেছে!

তাপস বলল, আমি তো আছি। বুঝিয়ে দেব।

আশ্বস্ত হলেন সাহেব।

রবিনের সঙ্গে কথা হয়েছে। ছবি আঁকা শুরু করেছে।

প্রসন্ন হলেন সাহেব। তাপস তাঁর হৃদয়ের বাতায়ন।

ফুটবলারদের কোচ সুধীর তার দলবল নিয়ে মড়া পুড়িয়ে ফিরছিল। আলো তখনও স্পষ্ট নয়।

হালায় লিখছে ঈশ্বরের পাড়া। আমাগো মাঠখান দখল কইর‍্যা ইংরেজি বাদ্য বাজব।

রঞ্জন বলল,

সুধীরদা, তুমি তো পারলে না।

জ্ঞানদা কইল নাটকের মানুষ। নাট্যচর্চার ভালা হইব। হালায় ফুটবল— বাঙালির কলিজা।

রঞ্জন আবার বলল,

নাটকও তো কম নয় সুধীরদা।

সাইন-বোর্ড খান লিখছে কেডা!

রবিন আর্ট। রঞ্জন বলল।

হালায় কহনও ফুটবলে লাথি মারে নাই।

'ঈশ্বরের পাড়া' দেখে মন বিষাদে ভরে উঠল সুধীরদার এই রাত ভোরেই।

উফ লাগছে ছেড়ে দাও।

চমকে তাকাল শিউলি। এ বছর ১৩ মে তার জন্মদিন ছিল। কেক কাটা হয়েছে। হারুদার দোকান থেকে ঘুগনি আনা হয়েছে। আর ভেজিটেবলচপ। একটা মানুষ লোকে তাকে 'সাহেব' বলে, এসেছিলেন।

বললেন, তোমার মাকে চুমু দাও, মাই চাইল্ড।

মাকেও বললেন, ওকে চুমু দাও।

সোনালি ফ্রেমের চশমা। ঘুম থেকে দেরিতে ওঠেন। বাংলায় একটা নাম আছে 'ধূর্জটিপ্রসাদ চৌধুরী'। কেউ সেই নামে ডাকেন না। সকলেই ডাকেন সাহেব। এমনকি ঠাম্মাও ডাকে 'সাহেব'।

নির্জন নদীর ধার। বেলা হলে নব মিস্ত্রি আসবে।

বলবে, মা-জননী—দোর খোলো।

শুরু হবে মেঝে পাকা করার কাজ। সিমেন্ট, বালি, জল, থকথকে কাদা। মাঝেমধ্যে সেই সাহেব জোরে ডেকে বলবেন,

এই নব, ঠিক করে করছিস তো। আরো এরকম পাঁচটা বাড়ি হবে।

কলাবাগানে সহজে লুকিয়ে থাকা যায়।

'আয় তো আমার গোলাপসুন্দরী'।

এরকম বাগান থাকবে না। আরো পাঁচটা বাড়ি হবে। সব সাহেব করে দিচ্ছেন। নতুন নতুন মানুষেরা আসবেন। ভরে উঠবে পাড়া।

এমিলি পিসি কখনও কখনও রাতে এসে শোয়। ঠাকুরমার আর শিউলির মাঝখানে।

যদুকাকু এসে ডাকে, এই এমিলি বাড়ি যাবি না!

এমিলি পিসি সাড়া দেয় না যেন খুব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছে। এমিলি পিসির দিদি নেলি পিসি সাহেবের দেখাশোনা করে। নেলি পিসি ভূত দেখেছে সাহেবের ঘরে। সব মেম ভূত। তারা রাতের বেলা আসে। অনেক গান নাচ এসব হয়। সাহেবও মানুষ কিনা নেলি পিসির বেশ সন্দেহ রয়েছে।

তখন ভালো করে আলো ফোটেনি শিউলি নদীতীরে ফুল তুলতে চলে এসেছে।

নব মিস্ত্রিকে 'মা' বলেছিল,

তুমি এমনভাবে ডাকো যেন আগমনী গান গাইতে এসেছ।

সাহেব পাশের ঘর থেকে বলে ওঠেন,

পুজো কি এসে গেল 'বেলা'।

আকাশে সাদা মেঘের সারি। রাজাদের বাড়িতে শিল্পী এসেছেন ঠাকুর বানাতে। রঙিন ঝুলি থেকে অনেক কিছু বেরোয়।

রাজা সেদিন বলছিল,

প্রতিমার রং হয়ে গেছে, তুই দেখতে যাবি শিউলি।

শিউলি গেছিল। সত্যিই তাই এক পোচ রং হয়ে গেছে।

উফ্ লাগছে।

শিউলির 'গা' ছমছম করে ওঠে। এই সময় মাঠে-ঘাটে পেত্নিরা ঘুরে বেড়ায়। তবে কথাগুলি নাকি সুরের নয়।

সাহস করে শিউলি বলে,

কে গো তুমি!